যুগান্তর

তারিখ ... 30 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাকৃবি ছাত্র ফ্রন্টের অফিস সিলগালা

বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের দু'পক্ষের মধ্যে টানা দু'দিন দফায় দফায় সংঘর্ষের পর শুক্রবার রাতে পুলিশের সহায়তায় কার্যালয় সিলগালা করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সংগঠনের কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত বলে জানা গেছে। বর্তমানে কার্যালয়ের সামনে পুলিশ মোতায়েন আছে। সংশ্লিষ্টসূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল মতাদর্শগত কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভক্তের সময় একটি দল বাসদ মার্ক্সবাদী এবং অপর দলটি বাসদের পক্ষ অনুসরণ করে। তবে দুই দল একই নাম ব্যবহার করে। সে সময় সারা দেশের ন্যায় বাকৃবিতেও বিভাজন দেখা দেয়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বিভক্তির পর থেকে গত চার বছর বাকৃবি ছাত্র ফ্রন্টের কার্যালয় মার্ক্সবাদীরা ব্যবহার করে আসছিল। ১৮ এপ্রিল বাসদ অনুসারী বাকৃবি ছাত্র ফ্রন্টের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠিত হয়। নতুন কমিটি গঠনের পরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় কার্যালয় দখলের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে উঠে তারা। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার সংগঠনের কার্যালয় দখল করতে গেলে বাকৃবি ছাত্র ফ্রন্টের দু'দলের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা ও প্রক্টরিয়াল বডির উপস্থিতিতে দু'দল বেশ কয়েকবার হাতাহাতি ও মারামারিতে লিপ্ত হয়।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ৪ মে বাকৃবি ভিসি বিদেশ সফর শেষে দেশে ফিরে সমাধান দেবেন বলে আশ্বস্ত করলে দুই দলই তা মেনে নেয়। তবে এ ঘটনার জের ধরে শুক্রবার সকালে পুনরায় দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়। এতে বাসদ অনুসারী ৩ জনের ২ জন বহিরাগত বলে দাবি বিপক্ষ দলের।

দু'গ্রুপের দফায় দফায় সংঘর্ষ

এদিকে শুক্রবার বিকালে দু'দলের মধ্যে আবারও সংঘর্ষ বাধলে বাকৃবি প্রশাসন পুলিশের সহায়তায় লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এদিকে শনিবার বাসদ মার্ক্সবাদী ছাত্র ফ্রন্টের নেতাকর্মীরা সংবাদ সম্মেলনে দাবি করে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের যোগসাজশে তারা (বাসদ অনুসারী ছাত্রফ্রন্ট) আমাদের কার্যালয় অনৈতিকভাবে দখল করতে আসে ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। সংবাদ সম্মেলনে বাসদ মার্ক্সবাদী ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, বাকৃবি ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি রাফিকুজ্জামান ফরিদ, সহসম্পাদক হান্নান সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বহিরাগতদের বিষয়ে বাসদ অনুসারী বাকৃবি ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি সৌরভ দাস বলেন, আঞ্চলিক মিটিংয়ে অংশ নিতে ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে আসে। যার পূর্ব অনুমতি বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর থেকে পেয়েছি। কার্যালয়ে মিটিং করতে গেলে তারা উত্তেজিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম জাকির হোসেন বলেন, আমরা সমঝোতার চেষ্টা করলেও তা তারা না মেনে পুনরায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........

উপ. পরিসংখ্যান বিভাগ	
সিঃ ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর